উত্তরবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনা

উত্তরায়ণ দেব

[৫ই এপ্রিল, ২০০৮ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত]

প্রশাসনিক তরফে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজ শিল্পায়নের পরিমন্ডল তৈরী করবার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন বলতে আমরা কতটা এলাকাকে বুঝবো। পশ্চিমবঙ্গ বলতেতো মাথায় পাহাড় ও পায়ে সমুদ্র বলেই আমরা জানি। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবে এই ভৌগলিক বা রাজনৈতীক এলাকার বিষয়টিকে মানা হচ্ছে কি? কোন অজানা কারনে যাবতীয় উন্নয়ন বিশেষ একটি এলাকাতে কেন্দ্রীভূত নয় কি? কোথায় যেন সামগ্রীক এলাকার উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে না। বঞ্চনার অনুভূতিতে যার ফলে নানা প্রান্তে আজ নানা শক্তি আত্মপ্রকাশ করছে। বিঘ্নিত হচ্ছে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা, ঘটছে প্রাণহানি, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। ভারসাম্য টলে গেলে বোধহয় এমনটাই হয়।

উত্তরবঙ্গ অবহেলিত। সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর মনে আজ এই বিষয়ে একই সুর। সরকারি সুযোগ সুবিধা সুদুর গঙ্গা পেরিয়ে এই এলাকায় এসে আশানুরুপ পৌঁছচ্ছে না। শিক্ষা স্বাস্থ্য যে কোন বিষয়ে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও এই এলাকার মানুষদের গঙ্গা পেরোতে হচ্ছে। কারন গঙ্গার ওপারে রয়েছে এই রাজ্যের রাজধানী। ইতিহাস যদিও বলে উন্নয়নের গতি, আলো, আড়ম্বর, আয়োজন সমস্তই রাজধানী কেন্দ্রীক। কিন্তু সেই ইতিহাসতো রাজাদের আমলের। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আজ আমাদের দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাদামের খোলার ভেতরে শাঁসটি একই রয়ে গেছে। আজকের গনতন্ত্রে সমবন্টনের নিয়ম যথাযথ মানা হচ্ছে না। গনতন্ত্রের সংজ্ঞাও আজ যেন বদলে গেছে মনে হয়। যার গদি, রাজতন্ত্র তার। অতএব শিল্পায়ন কোথায় কিভাবে হবে, ঠিক করবেন তিনি বা তারা, ক্ষমতায় যে বা যারা, এখন রাজা।

মুখবন্ধ ছেড়ে চলে আসি মূল আলোচনায়। উত্তরবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনা। মুখবন্ধের আলোচনাই আমাদের এই এলাকার মানুষদের বিষয়টিকে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। চলচ্চিত্র শিল্প আজ ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শিল্প। ভারতবর্ষের মত দেশে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশী টাকা এই শিল্পেই লগ্নি করা হয়। এই শিল্পের হাত ধরেই প্রতি বছর প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আমদানির হয় ভারতবর্ষে। ছেঁড়া কাথায় শুয়েও আমরা উত্তরবঙ্গবাসিরা কি এই শিল্পের স্বপ্ন দেখতে পারি না? আমরা কি স্বপ্ন দেখতে পারি না যে, এই শিল্পের সামান্যতম ঢেউও এসে আছড়ে পড়ুক আমাদের উত্তরবঙ্গের মাটিতে! আমরা উত্তরবঙ্গবাসীরা কি এই শিল্পটির অনুরাগি নই? প্রতি বছর এই উত্তরবঙ্গ থেকে চলচ্চিত্র শিল্প কি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে না? তাহলে অসুবিধেটা কোথায়? কারন অনুসন্ধান করা যাক।

কোন অঞ্চলে কোন শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে কতগুলি বিষয় কাজ করে। বিষয়গুলি প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি। যার মধ্যে আছে জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, কর্মী সরবরাহ, বাজার, অর্থ লগ্নি প্রভৃতি। এই নিয়মগুলি চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিষয়গুলির ওপর ভর করেই ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে চলচ্চিত্র শিল্প নগরী গড়ে উঠেছে, যেমন মুম্বাই, চেন্নাই ও কলকাতা। চলচ্চিত্র শিল্প যেহেতু মূলত দৃশ্য নির্ভর, তাই প্রাকৃতিক কারনটি বেশী প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনটে শিল্প নগরির মধ্যে দুটোই গড়ে উঠেছে সমুদ্র উপকূলে। সমুদ্র উপকূলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নাতিশিতোষ্ণ আবহাওয়া এই বিষয়ে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। কলকাতা পূর্বতন ভারতের

রাজধানী হবার সুবাদে চলচ্চিত্র নগরী গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। উক্ত তিনটে নগরিরই ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধেই এই শিল্প নগরী গড়ে ওঠবার ক্ষেত্রে দায়ী।

এবার আমরা চলে আসি এই চলচ্চিত্র শিল্পের কারিগরি দিকটার দিকে। এই শিল্পের দুটো মাধ্যম। একটি সেলুলয়েড, অপরটি ভিডিও। মূলত সিনেমা জগৎ সেলুলয়েড কারিগরির অন্তর্গত এবং টেলিভিশন দুনিয়া ভিডিও কারিগরির অন্তর্গত। কলকাতাস্থিত এই চলচ্চিত্র শিল্পটি এযাবৎ কেন্দ্রীভূত ছিল কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায়। একাধীক ষ্টুডিওর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল টালিগঞ্জ কেন্দ্রিক এই চলচ্চিত্র শিল্পাঞ্চল। সময় বদলের সাথে সাথে এই চলমান চিত্রের দুনিয়াও বদলে গেলো। আধুনিক ও ইলেকট্রনিক কারিগরিকে সঙ্গে নিয়ে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় যোগ দিল টেলিভিশন। নতুন একটি মাধ্যম বাজারে এলো, ভিডিও। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান তৈরীকে কেন্দ্র করে এই শিল্প নির্মানের এলাকার ব্যপ্তি হল এবং সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল। নানা জায়গায় গড়ে উঠতে শুরু করল ভিডিও ষ্টুডিও। এই ষ্টুডিওগুলোকে কেন্দ্র করে শুরু হল টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান নির্মান। টেলিভিশন দুনিয়া শুধু সরকারি দুরদর্শন মুখি বেশী দিন থাকল না। একে একে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান তৈরী ও সম্প্রচার শুরু করল। ছোট, বড় ও মাঝারি মাপের অর্থলগ্নিকারি প্রযোজকের ভিড় বাড়তে থাকল এই ফিল্ম ও টেলিভিশন ইন্ড্রাষ্ট্রিতে। এই শিল্পটি গড়ে ওঠার অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির যথাযথ যোগানের ফলে, কলকাতা কেন্দ্রিক একটি স্বয়ং সম্পূর্ন চলচ্চিত্র শিল্প পরিমন্ডল গড়ে উঠতে বেশী সময় লাগল না। বর্তমানে এই শিল্পে একাধিপত্য চলছে টেলিভিশনের। সারা বছরে মোট অর্থ লগ্নির প্রায় ৬০% নিয়োজিত হচ্ছে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্মানে।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবারে দেখা যাক উত্তরবঙ্গে এই শিল্পের সম্ভাবনা কতটা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আমাদের উত্তরবঙ্গ। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, বালিয়াড়ি ইত্যাদি নানা উপকরনের সাজে সজ্জিত উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি। যার অমোঘ আকর্ষনে সারা ভারত এমনকি বিদেশীরাও ছুটে আসছেন এর রুপের টানে। নানা বাজেটের টেলিভিশন অনুষ্ঠানের বহির্দৃশ্যের শ্যুটিং এমন কি বড় বাজেটের বাংলা ও হিন্দি সিনেমার শ্যুটিং এই এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে অহরহ। অর্থাৎ চলচ্চিত্র শিল্পের মূল উপাদানে উত্তরবঙ্গ পরিপূর্ণ। বিদ্যুতে উত্তরবঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ। উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত বিদ্যুত শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় বাইরের রাজ্যগুলোতে পাঠানো হয়। অর্থাৎ এই এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এই শিল্পের অনুকূলেই। যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। সড়ক, রেল, বিমান পরিষেবায় সারা দেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সুসংযোজিত। অপর একটি বিষয় হল অর্থলগ্নি। নানা ভাষাভাষির সফল ব্যবসায়ি আজ সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। বাংলা তথা সর্বভারতীয় স্তরে চলচ্চিত্রে শিল্পের অনেক সফল অর্থলগ্নিকারি প্রযোজক এই উত্তরবঙ্গেরই বাসিন্দা। অতএব নিজের এলাকায় এই শিল্পে লগ্নির ক্ষেত্রে উৎসাহি অর্থলগ্নিকারি প্রযোজকের অভাব হবার কথা নয়। এবারে আসা যাক অভিনয় ও কারিগরি কলাকুশলি প্রসঙ্গে। সমগ্র ভারতেই চলচ্চিত্রে শিল্পে অভিনেতা-অভিনেত্রীর বহুলাংশ সরবরাহ হয়ে থাকে থিয়েটার শিল্প থেকে। সমগ্র উত্তরবঙ্গেই থিয়েটারের চর্চা বহুদিনের। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা জুড়েই বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার, প্রচুর অভিনেতা-অভিনেত্রী সমন্বয়ে থিয়েটারের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে নানা বয়সের অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রাচুর্যতা রয়েছে এই অঞ্চলে। শুধুমাত্র কারিগরি কলা কুশলির স্বল্পতা এই এলাকায় আপাতত রয়েছে সন্দেহ নেই। তবে এই বিষয়টি এই এলাকায় এই শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাড়াবে না। কারন উত্তরবঙ্গেরই প্রচুর মানুষ কলকাতা বা অন্যান্য এলাকায় এই শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে। যদি নিজের এলাকায় কর্মসংস্থান হয়ে যায়, তাহলে বিপুল পরিমান এই কারিগরি কলাকুশলি কর্মীর প্রবাহটি অন্য এলাকায় চলে যাবার প্রয়োজন কখনোই অনুভব করবে না। পাশাপাশি কোন এলাকায় যখন কোন শিল্পাঞ্চল বা ইন্ড্রাষ্টি গড়ে ওঠে তার পাশাপাশি গড়ে ওঠে তারই সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

কিছু শিল্পসংস্থা। অতএব এই এলাকায় চলচ্চিত্র শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলেই পাশাপাশি গড়ে উঠতে আগ্রহী হবে এই শিল্প বিষয়ক প্রচুর কর্মী প্রশিক্ষন কেন্দ্র। আমরা কলকাতা, মুম্বাই ব চেন্নাই শহরের দিকে তাকালে এই বিষয়টির সমর্থন পাব। সবশেষে আসে বাজার প্রসঙ্গ। আমাদের রাজ্যে কলকাতায় এক সময় এই টেলিভিশন দুনিয়া শুধুমাত্র সরকারি প্রচার মাধ্যম দুরদর্শনের অভিমুখি ছিল। তারাই ছিল এই জগতটির নিয়ন্ত্রক। কিন্তু চিত্রটি বদলে যেতে বেশি সময় লাগল না। এটিএন বাংলা, আলফা বাংলা (জি টিভি), ই টিভি, তারা বাংলা, আকাশ বাংলা, সঙ্গীত বাংলা, কলকাতা টিভি, ২৪ ঘন্টা, ইদানিং কালের সিটিভিএন প্লাস ক্রমাগত এই স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলি এবং এছাড়াও কলকাতা শহরের একাধীক গ্রাউন্ড চ্যানেল এই দুনিয়ার দখল নিয়ে একটি পূর্ণ ও প্রতিযোগীতা মূলক বাজারের সৃষ্টি করেছে। এর সাথে পুর্বের সিনেমা কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল মিলেমিশে গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র শিল্পাঞ্চল। প্রায় কয়েক হাজার কর্মী পেশা হিসেবে আজ এই কলকাতা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গেও কলকাতা শহরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে শিল্প সংস্কৃতির নানা দিক থেকে। বাজার ধরতে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের শাখা খুলে চলেছে এই উত্তরবঙ্গে। এই এলাকার টেলিভিশন দুনিয়াতেও মৃদু মন্দ বাতাস বইছে সময়ের তালেই। কেবল পরিষেবার মাধ্যমে কিছু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন চ্যানেল সম্প্রচারের পাশাপাশি সম্প্রচার করে চলেছে নিজস্ব পৃথক চ্যানেলের অনুষ্ঠান। গ্রাউন্ড চ্যানেলের মধ্যে দিয়েই উত্তরবঙ্গে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে পৃথক সংবাদ চ্যানেল ও নানাবিধ বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের চ্যানেল। শিলিগুড়ি শহর ও বাকি উত্তরবঙ্গ এলাকায় এই মুহূর্তে একাধীক চ্যানেল আত্মপ্রকাশ করেছে ও করছে। বাড়ছে প্রতিযোগিতাও, বাজার দখল করবার। প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে এই সমস্ত চ্যানেলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠান নির্মানের জন্য কিছু অনুষ্ঠান নির্মান সংস্থা। আজ প্রতিষ্ঠিত কলকাতার টেলিভিশন দুনিয়াও কিন্তু এইভাবেই আজকের ব্যস্তিতে পৌঁছেছে। পাশাপাশি ভিডিও কারিগরি মাধ্যমেই একের পর এক নির্মান হয়ে চলেছে আঞ্চলিক রাজবংশী ভাষার চলচ্চিত্র। যে কোন কারনেই হোক ছবিগুলি ব্যবসায়ীক সফলতাও পাচ্ছে। ফলে আরও উৎসাহিত হয়ে এই ছবিতে অর্থ লগ্নিকারির সংখ্যাও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। কারন দুটি, প্রথমত স্বল্প বাজেট এবং দ্বিতীয়ত অতিদ্রুত অর্থ পুনুরুদ্ধার। তাই স্বপ্ন দেখার লোকেরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন এই চলচ্চিত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে, এই এলাকায় চলচ্চিত্র শিল্পাঞ্চলের। অন্যান্য এলাকার সাথে মিলিয়ে নামও রেখেছেন, শিলিউড।

অতএব, সমস্ত আয়োজন রয়েছে। রয়েছে স্বপ্নও। শুধু দরকার সঠিক পরিকল্পনার। যাকিনা সার্বিক বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করে, সুষ্ঠ পরিচালনের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষের আরও একটি চলচ্চিত্র শিল্পাঞ্চলকে, হ্যাঁ এই উত্তরবঙ্গেই। নাম হোক শিলিউড বা অন্য কিছু, কারন নামে কিবা যায় আসে।

# # # # #

উত্তরায়ণ দেব
মার্চ, ২০০৮/শিলিগুড়ি